দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 0 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭ ...

শব্দ সন্ধান সম্পর্কে

১৩-৭-৯৯-এ 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যানার্জি মহোদয়ের চিঠির জবাবে ১৫-৮-৯৯-এ প্রকাশিত শ্রী প্রবোধচন্দ্র সাহা মহোদয়ের চিঠি পড়লাম। প্রবোধ বাবুর যুক্তি ছিল 'শব্দ অনুসন্ধান'-এর পরিবর্তে 'শব্দানুসন্ধান' পড়লে, "কোন শ্রোতা যদি শব্দানুর সন্ধান এরূপ অর্থ করেন অর্থাৎ শব্দের অনু বা বর্ণের সন্ধান বা খোঁজ খবর এরূপ অর্থ করেন, তবে কি তা অযৌক্তিক কিছু হয়।"

কয়েকটি কারণে উক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে না পারায় এ লেখা।

প্রথমত, শব্দের অনু কখনো বর্ণ হয় না। শব্দের অনু হলো ধ্বনি। বর্ণ ধ্বনির প্রতীক। তাই শব্দের অনু খুঁজতে গেলে ধ্বনির সন্ধান পাওয়া যাবে। বর্ণ দেখা যায়, ধ্বনি দেখা যায় না। আর শ্রোতা যদি শব্দের অনু খুঁজতে গিয়ে বর্ণের সন্ধান পান তাহলো তো কোন সমস্যা থাকে না। কারণ তখন আর তিনি শ্রোতা থাকেন না, পাঠক বা দর্শক হয়ে যান। সেক্ষেত্রে 'শব্দানুসন্ধান' শব্দের শ্রোতার অস্তিত্বই থাকে না।

দ্বিতীয়ত, সন্ধিজনিত কারণে সৃষ্ট 'শব্দানুসন্ধান' শব্দটিতে ব্যাকরণগত কোন ভুল আছে বলে শ্রী সাহা নির্দেশ করেননি। তার আপত্তির কারণ অর্থ বিভ্রাটের আশঙ্কা নিয়ে। নাটোরের এম এ সামাদ সাহেব প্রবোধ বাবুকে জোর সমর্থন দিয়েছেন 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত ১৯-৮-৯৯'র চিঠিতে। তার মতে, "শব্দ-অনুসন্ধান লেখা ও বলার প্রয়োজনে। অনুরূপ শব্দঃ সন্ধ্যা-আহ্নিক, পিতৃ-আজ্ঞা, পিতৃ-ঋণ, ঈশ্বর-ইচ্ছা, দেশ-উদ্ধার, নাম-উচ্চারণ, দৃষ্টি-আকর্ষণ, শরৎ-চন্দ্র, প্রীতি-উপহার ইত্যাদি।"

তবে বাংলা ভাষায় প্রচলিত এমন আরো কিছু শব্দ আছে যা অনুসন্ধান শব্দের পূর্বে সন্ধিজনিত কারণে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে। যেমন- তথ্যানুসন্ধান, সত্যানুসন্ধান, ছিদ্রানুসন্ধান, রহস্যানুসন্ধান ইত্যাদি। প্রবোধ বাবুর সিদ্ধান্ত মোতাবেক শব্দানুসন্ধান করতে গিয়ে যদি শ্রোতা শব্দের অনুর সন্ধান করেন, তাহলে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্যের পরিবর্তে তথ্যের অনুকে, সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে সত্যের অনুকে, ছিদ্রানুসন্ধানের বেলায় ছিদ্রের (দোষ-ত্রুটির নয়) অনুকে এবং রহস্যানুসন্ধান করতে গিয়ে রহস্যের অনুকে সন্ধান করা শ্রোতার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। সামাদ সাহেবের উদাহরণে অনুসন্ধান শব্দের সঙ্গে সন্ধিযুক্ত একটি শব্দও নেই। প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে উক্ত উদাহরণগুলো সুপ্রযুক্ত কিনা তাও বিবেচ্য বিষয়। তাছাড়া অনুকে নিয়ে এমন পারমাণবিক পর্যালোচনা কতটুকু যুক্তিপূর্ণ তা সুধীজন বিচার করবেন। আমার পক্ষে শ্রী সাহার বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত বোধগম্য নয়।

তৃতীয়ত, 'শব্দ অনুসন্ধান' বা 'শব্দানুসন্ধান' বিষয়ের পাঠক এবং শ্রোতা কারা তা ভেবে দেখা আমাদের পক্ষে অনুচিত নয়। এখানে যারা শ্রোতা এবং পাঠক তারা এ বিষয়ে কিছু ধারণা রাখেন বলে বাস্তবে আমি লক্ষ্য করেছি। তারা শব্দানুসন্ধান শুনে বিষয়বস্তু বর্জন করে শব্দের অনুর সন্ধানে সক্রিয় হবেন, এমন বিবেচনা করলে ওদের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি কতটা সুবিচার করা হবে তা সংশ্লিষ্ট মহল কি একবারও ভেবে দেখবেন না? আমরা কি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর ব্যান্ডসঙ্গীতের শ্রোতাদের একই ওজনে বিচার করব?

চতুর্থত, সন্ধান এবং অনুসন্ধান শব্দ দুটি অভিন্ন অর্থবহ। দুটি ক্ষেত্রেই মূলত 'অন্বেষণ' বা 'খোঁজ' অর্থেই সন্ধান ও অনুসন্ধান শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এখানে অনু-উপসর্গ যুক্ত হওয়ায় শব্দ দুটির অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অনু-উপসর্গ এক্ষেত্রে অলঙ্কারিক কারণে প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব, উক্ত শব্দদ্বয়ের পূর্বে 'শব্দ' কে সন্ধির মাধ্যমে যুক্ত করলে শ্রোতা তা শ্রবণমাত্র অনু-অন্বেষণে অবতীর্ণ হবেন এমনটা ভাবা বোধকরি যৌক্তিক নয়।

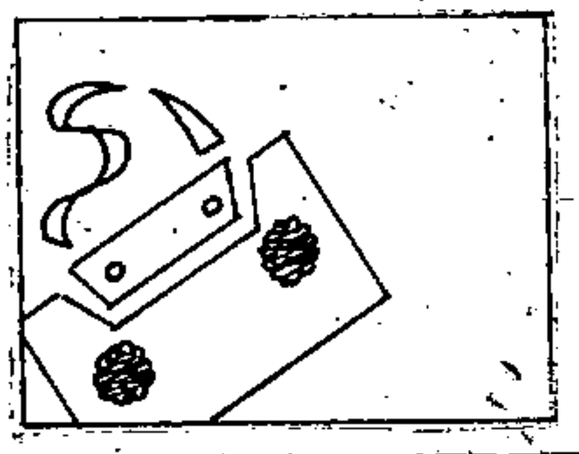

পঞ্চমত, প্রবোধ বাবু এবং সামাদ সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যাকরণসম্মত উপায়ে শব্দ বিশ্লেষণে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময়ে 'সংবাদ'-এ অভিনন্দিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন- তারা কি স্মরণকালে এমন কোন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করেছেন, যেখানে শ্রোতা বা পাঠক শুধু কোন শিরোনাম শুনে বা পড়ে ভেতরের বিষয়বস্তু অবগত না হয়ে শিরোনামে যুক্ত অনু-অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন? শব্দের ব্যুৎপত্তি বিচার বিবেচনাকারী শ্রোতার কাছে শিরোনামের অনুসন্ধান বড় বলে মনে করা যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি না। প্রবোধ বাবু এবং সামাদ সাহেবের পত্রে শিরোনাম মুখ্য এবং মূল বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে পত্রের বিষয়বস্তুর পরিবর্তে 'শব্দের অনু বা বর্ণের সন্ধান বা খোঁজ খবর'-এ শ্রোতা ব্যাপৃত হবেন এমনটা ভাবা বাস্তবসম্মত কিনা সুধীজন তা বিচার করবেন।

শব্দ অনুসন্ধানকারী পত্র লেখকদ্বয়ের নিকট আর একটি বিনীত নিবেদন- আপনারা উভয়ই স্বনামধন্য শিক্ষক। অগণিত শিক্ষার্থী আপনাদের পদতলে বসে জ্ঞানারোহণ করে ধন্য হয়েছে। তারা বাংলা পরীক্ষায় 'বঙ্গানুবাদ' নামক একটি প্রশ্নের উত্তরও করেছে। কোন শিক্ষার্থী কি বঙ্গানুবাদকালে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের বাংলা অনুবাদ না করে বঙ্গের 'অনু'কে অনুসন্ধান করে বক্তব্য লিখেছে?

বিশ্লেষণ বিরাট হতে পারে। তবে তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ তাল গাছ থেকে শব্দ করে পড়ল, না কি পড়ে শব্দ করল- এ বিতর্ক পণ্ডিতদের বিষয় হলেও তাতে আমাদের মতো ইতরজনের উৎসাহ একেবারেই নেই।

অতএব, প্রসন্ন হোন। শব্দানুসন্ধান যখন ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দ নয়, শব্দটি শ্রবণে-উচ্চারণে এমনকি অর্থ আহরণেও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, তখন শব্দটি গ্রহণে আপত্তি করবেন না। তাছাড়া বাংলা ভাষায় একটি ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দকে প্রতিহত করা কি সম্মানিত ভাষাবিদদের পক্ষে সমীচীন হবে?

পরিশেষে, মাননীয় সম্পাদক মহোদয়ের একটি মন্তব্য সম্পর্কে একটু নিবেদন করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান নির্দেশ করে তিনি 'ব্যানার্জ্জী' বানানকে 'ব্যানার্জী' লেখা উচিত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তার যুক্তি ঠিক হলেও আমি তা গ্রহণ করতে পারিনি। কারণ কোন নামের বানান প্রমাণপত্রে গৃহীত হলে তা আইনের মাধ্যমে ছাড়া পরিবর্তন করা যায় না। ফলে আমি 'ব্যানার্জ্জী' বানানটি গ্রহণে বাধ্য হয়েছি। সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল
গ্রাম- দেবীতলা,
পোস্ট- বয়ারভাঙ্গা,
জেলা- খুলনা।